Bilash Samanta. SACT. Dept.of History .Narajole Raj College.

****

উদারনীতিবাদ বলতে কি বোঝায় ?

মানব সভ্যতার ইতিহাসের বিভিন্ন অধ্যায়ে সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর অবস্থান এবং সামাজিক – অর্থনৈতিক পরিবেশের ওপর ভিত্তি করে মতাদর্শ বা রাজনৈতিক তত্ত্বের উদ্ভব হয়েছে । পশ্চিমী দুনিয়ার দেশগুলিতে বিগত ৪০০ বছরের ইতিহাসে আর্থ - সামাজিক ও রাজনৈতিক চিন্তার মধ্যবিন্দু হিসাবে যে মতাদর্শ স্থানলাভ করে তাকে উদারনীতিবাদ (Liberalism) বলা যায় । অধ্যাপক হ্যারল্ড ল্যাস্কির (Harold Laski) মতে , উনবিংশ শতাব্দী হল উদারনীতিবাদের জয়যাত্রার যুগ , ওয়াটারলুর যুদ্ধ থেকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূচনা পর্যন্ত অন্য কোন মতবাদ এতো ব্যাপক প্রভাব বা কর্তৃত্ব বিস্তার করতে সক্ষম হয় নি । উদারনীতিবাদ তার দীর্ঘদিনের ইতিহাসে বিভিন্ন অর্থে গৃহীত হয়েছে । সামন্ততন্ত্র , রাজতন্ত্র ও চার্চের প্রতিক্রয়াশীল শক্তির বিরুদ্ধে উদীয়মান বুর্জোয়া শ্রেণীর দর্শন হিসাবে উদরনীতিবাদ এক সময়ে প্রগতিশীল ভূমিকা গ্রহণ করে । উনবিংশ শতাব্দী হতে উদারনীতিবাদের বিরুদ্ধে একটা বড় চ্যালেঞ্জ হিসাবে দেখা দেয় শ্রমিক শ্রেণীর দর্শন মার্কসবাদ।এই সমস্যার সম্মুখে উদারনীতিবাদ নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী হতে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গীতে রূপান্তরিত হয় এবং উনবিংশ শতাব্দী হতে গণতন্ত্রের নামাবলী পরিধান করে উদারনৈতিক গণতন্ত্র হিসাবে প্রতিষ্ঠার জন্য সচেষ্ট হয়েছে । উদারনীতিবাদ ও মার্কসবাদের মধ্যপন্থা অবলম্বন করে অপর একটি মতাদর্শ — বিবর্তনমূলক সমাজতন্ত্র (evolutionary socialism) — পশ্চিমী জগতে প্রচারিত হতে থাকে । গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের মূলনীতিগুলি অস্বীকার করে বিংশ শতাব্দীতে ফ্যাসীবাদের মত চরম প্রতিক্রিয়াশীল জন – বিরোধী তত্ত্বও সাময়িকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় । রাজনৈতিক তত্ত্ব বা মতাদর্শের দৃষ্টিতে বর্তমান জগৎ স্পষ্টভাবে দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে পড়েছে — উদারনীতিবাদ ও মার্কসবাদ । জি , সারতোরির (G , Sartori) মতে , উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা উদারনীতিবাদ , গণতন্ত্র , মার্কসবাদ ও সাম্যবাদ — এই কটি ধারণার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ।

উদারনীতিক ধারণার উদ্ভব দীর্ঘদিনের হলেও উদারনীতিবাদ (liberalism) কথাটির উদ্ভব উনবিংশ শতাব্দীতে হয় । স্পেনীয় ' liberales ' শব্দটি হতে এর উৎপত্তি এবং ১৮৯২ সালে স্পেনীয় সংবিধানের সমর্থকগণ প্রথম উদারনীতিবাদ কথাটি ব্যবহার করেন । পরবর্তীকালে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কোন শাসনব্যবস্থা , শাসন নীতি , দল বা কর্তৃত্বমূলক ধারণার বিরুদ্ধে স্বাধীনতার সপক্ষে অভিমত হিসাবে এই কথাটির ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় । রাজনৈতিক পরিভাষায় উদারনীতিবাদ কথাটি সাধারণভাবে ব্যবহারের ফলে এর সঠিক সংজ্ঞা নির্ধারণ করা সহজসাধ্য নয় । অধ্যাপক ল্যাস্কিও বলেছেন যে , এর শুধু সংজ্ঞা নির্ধারণ নয় , বর্ণনা দেওয়াও সহজ নয় । মিলটন ফ্রীডম্যান – এর (Milton Friedman) মতে , উদারনীতিবাদ হল আপন আপন ভাগ্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে ব্যক্তির স্বাধীনতা । রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ইহা কর্তৃত্বমূলক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া হিসাবে প্রকাশিত হয় । এ . পি . গ্রাইমস (A , P. Grimes) - এর মতে , উদারনীতিবাদ হল এমন এক আদর্শ যা রাজনীতি , অর্থনীতি , ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক জীবনের বৈচিত্র্যকে প্রাধান্য দিয়ে এক বহুত্ববাদী সমাজব্যবস্থা (pluralist society) গঠন করতে চায় । সারতোরি তার Democratic Theory গ্রন্থে উদারনীতিবাদের সংজ্ঞা

প্রসঙ্গে বলেছেন , উদারনীতিবাদ হল ব্যক্তি - স্বাধীনতা , আইনগত সুরক্ষা এবং শাসনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের তত্ত্ব ও কর্মনীতি । স্মিথের মতে (David G , Srmith) , উদারনীতিবাদ হল ব্যক্তি - মানুষের ব্যাপকতর স্বাধীনতার সাধারণ লক্ষ্যের ভিত্তিতে রচিত নীতি ও পদ্ধতির ওপর গভীর বিশ্বাস ও আস্থা । সহজভাবে বলা যেতে পারে যে , উদারনীতিবাদ ব্যক্তিজীবনে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে রাষ্ট্রের কর্মসূচীর মাধ্যমে ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর স্বাধীনতা প্রসারের জন্যে সচেষ্ট হয় । উদারনীতিবাদ কেবলমাত্র একটি রাজনৈতিক ও অর্থনীতিক ধারণা নয় । ইহা ব্যাপক অর্থে সামাজিক , সাংস্কৃতিক এবং নৈতিক ধারণাও বটে । সুতরাং এই সংকীর্ণ অর্থ গ্রহণ না করে অনেকে উদারনীতিবাদকে ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করতে চান । 'এনসাইক্লোপেডিয়া অফ সোস্যাল সায়েন্সেস' (Encylopaedia of Social Sciences) অনুসারে , ব্যাপক অর্থে উদারনীতিবাদ হল এমন মানসিক দৃষ্টিভঙ্গি যা পূর্ব – সিদ্ধান্তের আলোকে সামাজিক মানুষের পারস্পরিক বিচিত্র বৌদ্ধিক , নৈতিক , ধর্মীয় , সামাজিক , অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সম্পর্ককে বিচার - বিশ্লেষণ করে এবং তাদের মধ্যে সংহতি সাধন করে । ফ্রিডরিশ (C . J Friedrich) - এর ভাষায় বলতে পারা যায় যে , উদারনীতিবাদের মর্মস্থলে রয়েছে স্বাধীনতা । 'রাজনৈতিক চিন্তার অভিধানে ' (A Dictionary of Political Thought) উদারনীতিবাদের কোন সহজ সংজ্ঞা দেওয়া হয় নি । বলা হয়েছে যে কতকগুলি আদর্শ উদারনীতিবাদের যে কোন রূপের মধ্যে পাওয়া যায় ।

(১) ব্যক্তির স্বাধীনতা , অধিকার ও ব্যক্তিত্বের চরম মূল্য স্বীকার করা ;

(২) ব্যক্তি - স্বাতন্ত্র ;

(৩) রাষ্ট্রনিরপেক্ষ স্বাভাবিক অধিকারের বিশ্বাস এবং

(৪) স্বাধীনতাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে স্বীকার করা এবং ব্যক্তির স্বাধীনতা সম্ভব করার জন্যে সীমাবদ্ধ সরকার - এর ধারণা প্রচার করা । সংক্ষেপে বলা যায় যে , মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক চিন্তা , ধর্মীয় অনুশাসন , চিরায়ত ধারণা এবং কৃষিভিত্তিক সভ্যতার পরিবর্তে উদারনৈতিক দর্শন বা উদারনৈতিক তত্ত্ব যুক্তিবিচার , বিজ্ঞান , আধুনিকতা ও শিল্পভিত্তিক নগর সভ্যতার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য নিয়ে এক নতুন যুগের দর্শন হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয় ।

উদারনীতিবাদের বিরুদ্ধে একটা বড় চ্যালেঞ্জ হিসাবে দাঁড়ায় মার্কসবাদ । মার্কসবাদীরা উদারনীতিবাদের স্বাধীনতার তত্ত্বটিকে অসার বলে মনে করেন । অর্থনৈতিক বৈষম্যের চোরাবালির ওপর রাজনৈতিক স্বাধীনতার সৌধ নির্মাণ করা যায় না । রাষ্ট্র কখনও শ্রেণী - স্বার্থের উর্ধ্বে উঠে ব্যাপক জনকল্যাণ করতে পারে না । ব্যক্তিগত সম্পত্তির ওপর ভিত্তিশীল পুঁজিবাদী বা উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র সম্পদশালী শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা করতে পারে । মার্কসবাদী আক্রমণের সম্মুখে উদারনীতিবাদকে নতুন রূপ পরিগ্রহ করে আত্মরক্ষায় সচেষ্ট হতে হয়েছে । উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত উদারনীতিবাদ নেতিবাচক বা সনাতন উদারনীতিবাদ (negative or classical liberalism) নামে

পরিচিত । মার্কসবাদের চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করবার জন্যে উদারনীতিবাদ নয়া - উদারনীতিবাদ । (neo - liberalism) , ইতিবাচক উদারনীতিবাদ (positive liberalism) বা জনকল্যাণমূলক উদারনীতিবাদ (welfare liberalisrn) নামে পরিচিত হয় । ইহাই আধুনিক উদারনীতিবাদ ।

উদারনীতিবাদের বিবর্তনের ইতিহাসকে দুটি ভাগে বিভক্ত করা যায় : (১) নেতিবাচ বাসনাতন উদারনীতিবাদ এবং(২) ইতিবাচক বা নতুন বা আধুনিক উদারনীতিবাদ । শোড়শ শতাব্দীতে উদার বলে ধারণা করা হয় । কিন্তু প্রাচীন গ্রীসে উদারনীতিবাদের মূলসূত্রের সন্ধান পাওয়া যায় বলে অনেকে অভিমত পাোষণ করেন । গ্রীক চিন্তানায়ক সক্রেটিস (Socrates , c . 469.399 B. c) অনুসন্ধান ও মত প্রকাশের স্বাধীনতার পক্ষে বলিষ্ঠ যুক্তির অবতারণা করেন । প্রাচীন গ্রীসে পেরিক্লিস (Pericles) তার বিখ্যাত ' অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াকালীন বক্তৃতায় (funeral oration) দাবি করেছিলেন যে এথেন্সের গৌরবের পশ্চাতে রয়েছে এথেনীয় নাগরিকগণের স্বাধীনতা । সোফিষ্ট ও স্টোয়িক দার্শনিকগণের আলাোচনাতেও ব্যক্তির স্বাধীন চিন্তার গুরুত্ব প্রকাশিত হয় । নেতিবাচক উদারনীতিবাদের দুটি প্রধান নীতি — চিন্তার স্বাধীনতা এবং রাজনৈতিক স্বাধীনতা — গ্রীক দার্শনিকগণের রচনায় প্রতিফলিত হয় । কিন্তু প্রাচীন গ্রীসে স্বাধীন নাগরিকগণই সকল প্রকার সুযোগ - সুবিধা ভোগ করতে সমর্থ হতেন , শ্রমিক , ক্রীতদাস ও নারীরা নাগরিকের অধিকার ভোগ করতেন না। সুতরাং এই যুগে উদারনীতিবাদ প্রকৃত অর্থে স্বীকৃত হয় নি ।

ষড়শ শতাব্দীতেই উদারনীতিবাদ প্রকৃত অর্থে প্রকাশিত হয় । মধ্যযুগীয় চিন্তাধারা , আর্থ – সামাজিক , সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে নবজাগরণ ও ধর্মসংস্কার আন্দোলন প্রচণ্ড আঘাত হানে । নতুন নতুন দেশ আবিষ্কার , জ্ঞান - বিজ্ঞানের নব নব দিগন্তের উন্মাোচন এবং মুক্ত চিন্তার আলোকে পুরাতন শ্রেণী-বিন্যাস ও শ্রেণী স্বার্থকে ধ্বংস করে । ধর্মীয় ও রাজতান্ত্রিক প্রাধান্যের বিরুদ্ধে ব্যক্তি - স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠায় উদারনীতিবাদ সুসংহত হতে থাকে । সমাজজীবনেও পরিবর্তন দেখা দেয় । ইংল্যাণ্ডের শিল্প বিপ্লবের ফলে সামন্ত সমাজের জমিদার শ্রেণীর পরিবর্তে আর্বিভাব হয় বণিক শ্রেণীর । সুতরাং উদরনীতিবাদ হল নতুন অর্থনৈতিক সমাজের উদীয়মান বণিক শ্রেণীর দর্শন ।

যাোড়শ শতাব্দীতে মধ্যবিত্ত শ্রেণী সামন্ত সমাজবাবস্থার বিরুদ্ধে নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রের সঙ্গে সহযাোগিতা করেছিল । সপ্তদশ শতাব্দীতে নতুন বণিক ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী রাজতান্ত্রিক প্রাধান্যের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামে লিপ্ত হয় । উদারনীতিবাদের প্রবক্তাগণ সীমাবদ্ধ রাজতন্ত্রের দাবিতে সাোচ্চার হয়ে ওঠেন । ইংল্যাণ্ডেই এর প্রথম প্রসার লক্ষ্য করা যায় । মিল্টন (John Milton) , হ্যারিংটন (James Harrington) , লক্ (John Locke) উদারনীতিবাদকে দৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করেন । লক্ সপ্তদশ শতাব্দীর উদারনীতিবাদের প্রধান প্রবক্তা বলে অভিহিত হন । ব্যক্তি – স্বাধীনতা ও রাজনৈতিক স্বাধীনতার সপক্ষে বলিষ্ঠ মত প্রকাশ করে লক্ রাজনৈতিক কর্তৃত্বের সীমারেখা নির্ধারণ করতে চান । শিল্প বিপ্লবের ফলে ইউরোপে বিশেষভাবে ইংল্যাণ্ডে উদারনীতিবাদের জোয়ার

দেখা দেয় । অষ্টাদশ শতাব্দীতে মুক্তচিন্তার দার্শনিকগণ উদারনীতিবাদের দার্শনিক ও বৌদ্ধিক ভিত্তি স্থাপন করেন । ভলটেয়ার (Voltaire) , মন্তেস্কু (Montesquieu) , রুশো (Rousseau) প্রভৃতি দার্শনিকগণ রাজনৈতিক ও বৌদ্ধিক দর্শনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পতাকা তুলে ধরেন এবং প্রচলিত সমাজব্যবস্থার অন্যায় - অবিচার সমগ্র পৃথিবীর সম্মুখে উন্মচন করেন । হ্যালওয়েল (Hallowell) - এর মতে , সামাজিক , বৌদ্ধিক , ধমীয় , রাজনৈতিক , অর্থনৈতিক জীবনের সকল ক্ষেত্রে স্বাধীনতার দাবির মূর্ত প্রতীক হয়ে ওঠে উদারনীতিবাদ । আধুনিক অর্থশাস্ত্রের জনক এডাম স্মিথ (Adam Smith) অবাধ বাণিজ্য নাতির (Laissez faire) বিখ্যাত তত্ত্বের প্রচার করেন । উদারনীতির বিপ্লবী আদর্শ ১৭৭৬ সালের ফ্রান্সের মানবাধিকার সংক্রান্ত ঘোষণার মধ্যে বলিষ্ঠভাবে আত্মপ্রকাশ করে । ব্যাঙ্ক , শিল্প ও ব্যবসার সঙ্গে জড়িত উদীয়মান ধনিক বা বুর্জোয়া শ্রেণী সমাজে বিশেষ স্থানলাভ করে । অধ্যাপক ল্যাস্কির মতে , বস্তুগত পরিবেশের পরিবর্তনে নতুন সামাজিক সম্পর্কের উদ্ভব হয় । নতুন সামাজিক সম্পর্ককে যুক্তির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠার জন্যই প্রয়াোজন হয় এক নতুন দর্শনের — ইহাই হল উদারনীতিবাদ । মধ্যযুগীয় কুসংস্কার , গোঁড়ামী , ধর্মান্ধতা , ঐতিহ্যের প্রতি আকর্ষণ , কৃষিনির্ভর গ্রামীণ সমাজের পরিবর্তে বিজ্ঞান ও যুক্তিকে গ্রহণ করা এবং আধুনিক শিল্প - নির্ভর সমাজের প্রতিষ্ঠা নতুন সমাজব্যবস্থা দাবী করে । এই দাবীর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে রাষ্ট্রচিন্তার ক্ষেত্রে নতুন দর্শন হ'ল উদারনীতিবাদ ।

অষ্টাদশ শতাব্দীর সমাপ্তি অধ্যায়ে বেন্থাম (Jeremy Bentham) - এর হিতবাদের (Utilitarianism) মধ্যে উদারনীতিবাদ পূর্ণতা লাভ করে । উনবিংশ শতাব্দীর ইংরেজ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বাদিগণ বেন্থামের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হন । বেন্থামের মতে জনগণের সুখ – স্বাচ্ছন্দ্যের মাপকাঠিতে রাষ্ট্রের বিচার করতে হবে এবং রাষ্ট্রের মূল লক্ষ্য হবে ' সর্বাধিক মানুষের সর্বাধিক কল্যাণ ' (greatest good of the greatest number) । মিল (J. s . Mill) , স্পেনসার (Herbert Spencer) , সিজউইক (Sidgewick) প্রভৃতি লেখকদের রচনায় উদারনীতিবাদ সম্প্রসারিত হয় । জন স্টুয়ার্ট মিল চিন্তা ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন । অবাধ বাণিজ্য নীতি , স্ত্রী - পুরুষ সকলের জন্য পৌর অধিকারের তিনি একজন বলিষ্ঠ সমর্থক ছিলেন । উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগ থেকেই উদারনীতিবাদের সমর্থকগণকে সনাতন দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন করতে হয় । উনবিংশ শতাব্দীকে একদিকে উদারনীতিবাদের গৌরবের অধ্যায় বলে বর্ণনা করা যায় ; অপরদিকে সংকটপূর্ণ পুঁজিবাদী সমাজের দর্শন উদারনীতিবাদ , এই শতাব্দীতেই অবক্ষয়ের পথে যাত্রা শুরু করে । শিল্প বিপ্লবের পরবর্তী অধ্যায়ে শ্রমিক শ্রেণীর সামাজিক জীবনে যে দুঃখ - দুর্দশা নেমে আসে তার প্রতিবিধানে কোন সূত্র প্রাচীনপন্থী বা সনাতন উদারনীতিবাদিগণ উপস্থিত করতে পারেন নি । এই পরিস্থিতিতেই নয়া - উদারনীতিবাদ বা ইতিবাচক উদারনীতিবাদের প্রয়াোজন দেখা দেয় । ইংরেজ আদর্শবাদী গ্রীন (T. H Green) ঘাোষণা করেন , ব্যক্তি - স্বাধীনতার ওপর বাধা দূর করবার জন্য রাষ্ট্রের ইতিবাচক ভূমিকা রয়েছে । সমষ্টিগত নৈতিক কল্যাণ সম্পর্কে সচেতনতা ছাড়া সমাজে ব্যক্তির অধিকার সম্ভব নয় । স্বাধীনতার ক্ষেত্রে গ্রীন রাষ্ট্রের ইতিবাচক ভূমিকা স্বীকার করেন । গ্রীনকে নয়া - উদারনীতিবাদের (neo - liberalism) দার্শনিক প্রবক্তা বলে অনেকে অভিহিত করেন । অপর একজন ভাববাদী দার্শনিক বসাংকে (Bosanquet) - ও উদারনীতিবাদকে সমর্থন করেন ।

আধুনিক যুগে উদারনীতিবাদ সম্পূর্ণ নতুন এবং এক ব্যাপকতর রূপ পরিগ্রহ করে। সংকীর্ণ অর্থে উদারনীতিবাদ রক্ষণশীলতা পরিহার করে সংস্কারের কথা বললেও গণতন্ত্র বা সমাজতন্ত্রের সঙ্গে এর পার্থক্য সুস্পষ্ট। কিন্তু ব্যাপক অর্থে উদারনীতিবাদ গণতন্ত্রের সমার্থক বলে গণ্য হয়। নয়া বা ইতিবাচক উদারনীতিবাদ রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রন ব্যক্তি - স্বাধীনতার পক্ষে বিপজ্জনক বলে গণ্য করে না। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ভাোটাধিকার স্বীকার করে উদারনীতিবাদ উদারনৈতিক গণতন্ত্রের ধারণায় পর্যবসিত হয়েছে। কিন্তু সমাজতন্ত্র তথা মার্কসবাদের বলিষ্ঠ আবেদনের সম্মুখে আধুনিক উদারনীতিবাদ আপন সংকট হতে পরিত্রাণের জন্যে জনকল্যাণ - রাষ্ট্রের তথ্য প্রচার করছে। বিংশ শতাব্দীতে জনকল্যাণ রাষ্ট্রের মধ্যেই আধুনিক বা নয়া উদারনীতিবাদের নীতিগুলি পরিলক্ষিত হয়। যে সকল চিন্তাবিদ ও দার্শনিকের রচনায় ইতিবাচক বা আধুনিক উদারনীতিবাদের দার্শনিক ভিত্তির সন্ধান পাওয়া যায় তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন গ্রীন (' T. H.Green) , হবহাউস (L. T. Hobhouse) , হবসন (J. A. Hobson) ,লিন্ডসে (A. D. Lindsay) , বার্কার (E. Barker) , লাস্কি (H. G. Laski) , কীনস (J. M. Keynes) , গলব্রেথ (J. K. Galbraith) প্রভৃতি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রুজভেল্ট (Roosevelt) এবং ইংলণ্ডে চেম্বারলেন (Joseph Chaberlain) প্রভৃতি রাজনীতিবিদগণও জনকল্যাণ রাষ্ট্রের তত্ত্বকে বাস্তবে রূপায়িত করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন।

সম্ভাব্য প্রশ্ন:--

1) উদারনীতিবাদের অর্থ ও তাৎপর্য বিশ্লেষন কর।
2) উদারনীতিবাদের আদর্শ কী ?
3) এর ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিকগুলি কি কি ?
4) উদারনীতিবাদ কিভাবে নবজাগরনের রুপ নিয়ে ছিল ?
5) উদারনীতিবাদের কয়েকজন চিন্তাবিদের নাম লেখ।